বিশ্ব-মানবতায় বেলায়তের স্বরূপ

খাদেমুল ফোক্বারা মাওলানা শাহ্ সুফি
সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)

বিশ্ব-মানবতায়
বেলায়তের স্বরূপ

রচনায় ঃ-

খাদেমুল ফোক্বারা

শাহ্ ছুফী মওলানা সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন মাইজভাণ্ডারী

সাজ্জাদানসীন, গাউছিয়া আহমদীয়া মঞ্জিল।

প্রকাশনায় :–
মাওলানা সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন
মাইজভাণ্ডারী

প্রকাশ ঃ– ২৮ নভেম্বর, ১৯৭২ ইং

পুনঃ প্রকাশ
২৬ আশ্বিন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
১১ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

দ্বিতীয় মুদ্রণঃ
২২ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
৫ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

প্রকাশনায়ঃ
এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট
'ডিউ উদয়ন' লেভেল ১২,
বাস টার্মিনাল সংযোগ সড়ক
চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম-৪২১২।

মূল্যঃ ২০ টাকা মাত্র

মূদ্রণেঃ
'আলোকধারা বুক্স'
'ডিউ উদয়ন' লেভেল ১২,
বাস টার্মিনাল সংযোগ সড়ক
চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম-৪২১২।

পেশ কালাম

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মহান আল্লাহ্‌র মহানত্ব এবং করুণাধারা সম্পর্কে বলা কিংবা লিখা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। অহরহ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেও তাঁর প্রতি শোকরিয়া আদায় সৃষ্টিকুলের জন্যে অসম্ভব ব্যাপার। এরপরেও আল্লাহ্‌র অসীম দয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায় করে নবুয়তের পর মানব কুলের হেদায়তের ধারার লক্ষ্যে বেলায়তের অনিবার্যতা সম্পর্কে আমার পরম শ্রদ্ধেয় দাদাজান হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) যে পুস্তিকা আমাদের খেদমতে পেশ করেছেন তা সম্পর্কে কিছু বলতে-লিখতে হয়।

নবুয়ত এবং বেলায়ত মানব জাতির জন্যে আল্লাহ্ নির্ধারিত হেদায়ত পন্থা। নবুয়ত বিধি-বিধান-নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রধান পথ প্রবেশিকা। বিধিগত নির্দেশিকা অনুযায়ী আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্যের শর্তাদি, মানুষে-মানুষে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং আচার আচরণে সুস্পষ্ট নির্দেশিকা রয়েছে নবুয়ত পন্থায়। এটি নিঃসন্দেহে ধর্মীয় পরিবেশ-প্রতিবেশের আচ্ছাদনে সমাজ সংহতি এবং সম্পর্ক জোরদার করে। কিন্তু বিধি বিধানের 'উর্ধ্বে' ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়েছে মানুষের মন। মানব হৃদয়কে আল্লাহ্‌র আরশ হিসেবে হাদিসে পাকে ঘোষণা আছে। কারণ হৃদয় তো আল্লাহ্‌র সৃষ্টি এবং হুকুমজাত শক্তি। আল্লাহ্ প্রদত্ত এই শক্তি প্রেম-মমতা এবং আবেদন-নিবেদন কোন প্রকার পত্র ব্যতীত একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে খালেস অন্তর প্রস্তুতির বিষয়কে আমরা তাসাওউফ সাধনা হিসেবে চিহ্নিত করি। এর গতি যতো উর্ধ্বমুখী তথা স্রষ্টাকেন্দ্রিক হয়ে স্থিতির স্তর এবং পালা সমূহ অতিক্রম করে স্রষ্টা সান্নিধ্যের জন্যে মাতোয়ারা হয়ে উঠে তা বেলায়ত হিসেবে চিহ্নিত এবং অভিহিত। এক কথায় বেলায়ত বান্দার সঙ্গে আল্লাহ্‌র একান্ত প্রেমজাত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত আত্মোৎসর্গের সম্পর্ক। নবুয়তের মাধ্যমে জারী করা বিধানসর্বস্ব নির্দেশাবলি দৃশ্যমান এবং আনুষ্ঠানিকতা কেন্দ্রিক। আনুষ্ঠানিক বিষয়াদি যদি লোক দেখানো হয়, তা কখনো ইবাদত হিসেবে গণ্য হয় না। নবুয়ত জারী অবস্থায় আনুষ্ঠানিক বিষয়াদি ছিল আল্লাহ্‌র প্রতি রোনাজারীতে ভরপুর। নবুয়তের পর মুসলিম আচার ধর্ম পর্যালোচনা করলে আনুষ্ঠানিক বিষয়াদির প্রেমশূন্যতা অনেকাংশে দৃশ্যমান হয়ে পড়ে। এ কারণে খোদা-ভীতি এবং খোদায়ী প্রেম-বাসনা নিয়ে নৈতিক শুদ্ধিতা অর্জনের লক্ষ্যে অনবরত প্রচেষ্টা

নির্দেশক এখন বেলায়ত প্রাপ্ত কামিল পীরের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। তাই সঠিক পীরের অনুগামী হবার তাৎপর্য পুস্তিকাটিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া বেলায়তের বিষয়টি 'মযহাবে ইশ্‌ক' হিসেবে চিহ্নিত। আল্লাহ্‌র এই ধরাধামে অসংখ্য আউলিয়া নিজের পরিচিতি সম্পূর্ণ গোপন রেখে বেলায়ত ধারা মানব সমাজের অভ্যন্তরে হেদায়ত কার্যাদি সম্পন্ন করেছেন। আল্লাহ্‌র নির্দেশ ব্যতীত বেলায়তধারীরা জনসমাজে কখনো প্রকাশ্য হন না। এলহাম প্রাপ্ত এ ধরণের আউলিয়া প্রয়োজন ব্যতীত কারামত প্রদর্শন করেন না। নবুয়তের পর নিজস্ব শৃঙ্খলা অনুযায়ী বেলায়তের ধারা-যুগ-সময় এবং পরিবেশের আলোকে কর্মতৎপরতা চালিয়ে থাকে। বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র অদৃশ্য জগতের নিয়ন্ত্রণাধীন, যা চর্মচক্ষে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়।

নবুয়ত যেমন যুগ-সময়-অঞ্চল ভেদে হেদায়তের প্রয়োজনে প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি মানুষের অশুদ্ধ অভ্যাসকে তিরোহিত করে মানব কল্যাণ স্বার্থে বেলায়তের গোপন তৎপরতা এবং প্রকাশ্য বিচরণ নবুয়ত পরবর্তী যুগে বারবার লক্ষ্য করা গেছে। মোট কথা বেলায়ত মানব সমাজের কল্যাণের প্রয়োজনের নৈতিক পরিশুদ্ধতা অর্জনের জন্যে কর্মতৎপরতা চালিয়ে থাকে। অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) "বিশ্ব মানবতায় বেলায়তের স্বরূপ" পুস্তিকায় পাঠক সমীপে সংক্ষিপ্ত পরিসরে উপর্যুক্ত তথ্য উপস্থাপন করেছেন। 'এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট' থেকে অসংখ্য পাঠক সমীপে পুস্তিকাটি প্রেরণের উদ্দেশ্যে ছাপানোর ব্যবস্থা করা হল। ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত পুস্তিকা অনুসারে এটি ছাপানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। পুস্তিকাটির তথ্য-উপাত্ত ঠিক রেখে ছাপার কারণে প্রকাশিত ভুল বানানসমূহ শুদ্ধ করা হয়েছে। এতে অনুশীলিত মূল বানানরীতি অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে এবং কোন প্রকার নতুন তথ্য-উপাত্ত সংযোজন করা হয়নি।

আল্লাহ্‌ আমাদের এই সামান্য খেদমত কবুল ও মন্‌জুর করুন। আমিন।

সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান
ম্যানেজিং ট্রাস্টি
এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট

বিশ্ব-মানবতায়
বেলায়তের স্বরূপ

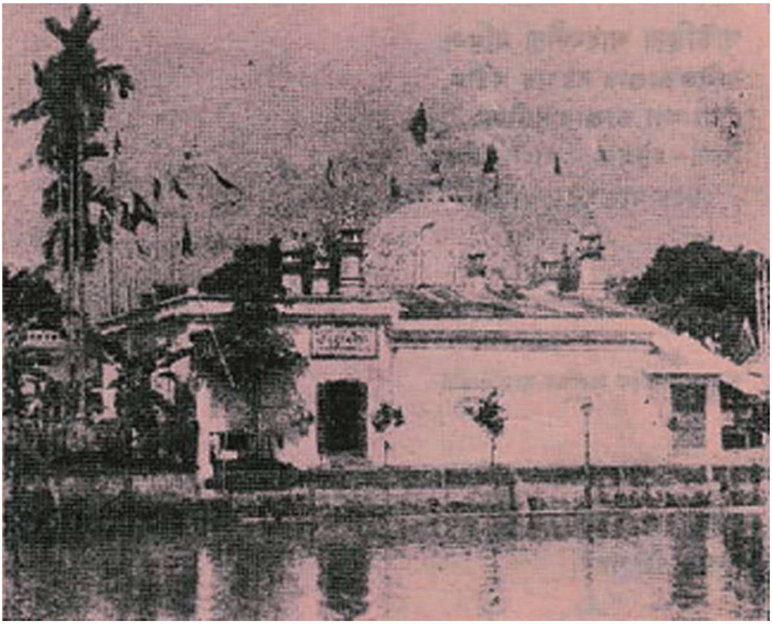

রচনায় ঃ-

খাদেমুল ফোক্বারা

শাহ্ ছুফী মওলানা সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন

মাইজভাণ্ডারী

সাজ্জাদানসীন, গাউছিয়া আহমদীয়া মঞ্জিল।

প্রকাশনায় ঃ–
আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভাণ্ডারী
কেন্দ্রীয় সংসদ

গাউছিয়া আহমদীয়া মঞ্জিল
মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ,
পোঃ আঃ ভাণ্ডার শরীফ,
জিলা– চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
২৮শে নভেম্বর, ১৯৭২ ইং

প্রকাশক কর্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

মূল্য–.৭৫ পয়সা

মূদ্রণে ঃ–
এস, হুদা খাঁ ছিদ্দিকী
ইসলামিয়া লিথো এণ্ড প্রিন্টিং প্রেস,
চন্দনপুরা, চট্টগ্রাম।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিশ্ব-মানবতায় বেলায়তের স্বরূপ

বেলায়ত প্রকৃত প্রস্তাবে কুতবিয়ত প্রধান। যেহেতু ইহা গুপ্ত আদি। যথা: "রহমান" সৃষ্টির পূর্বে তৎ আবশ্যকীয় বস্তুর সৃষ্টিকর্তার গুপ্ত নাম; যাহা আদি। "রহিম" সৃষ্টিকর্তার ব্যক্ত নাম, স্রষ্টার সৃজিত বস্তুর ব্যবহারের ফলে খোদার দান সম্বলিত অবদান, যাহা পরবর্তী।

রেছালত যুগেও যাহা স্বাগত সত্তাতে স্বাতন্ত্র্যভাবে বিদ্যমান ছিল। যেহেতু এই খোদা তত্ত্ব জ্ঞান, বিধান ধর্ম ব্যতীত খোদা-জ্ঞানবান ছিল। নবুয়ত বা রেছালত খোদা-প্রদত্ত বিধি নিষেধ প্রধান, খোদা জ্ঞানবান কুতুবে এরশাদী মশরব ধারা সংশ্লিষ্ট। সেই মশরব বা চলনভঙ্গি, ছুফী পরিভাষায় "ছালেকে মজজুব" এবং "মজজুবে ছালেক" নামে অভিহিত।

"গাউছিয়ত" ধারা ত্রাণ কর্তৃত্ব এবং "কুতবিয়ত" কর্ম কর্তৃত্ব নামে পরিচিত। যাহা হজরতে খাতেমুন্নবীর মোহাম্মদী ব্যক্ত ও আহমদী বেলায়তী গুপ্তনামে সৃষ্টির প্রারম্ভে হাকিকতে মোহাম্মদী হিসাবে বিদ্যমান ছিল।

এই "ছালেকে মজজুব" গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিকে "পীরে কাওয়াল" বা কথাবার্তার যোগ্যতা সম্পন্ন নাছুত বা পার্থিব জনগণের চরিত্র সংগঠন এবং নিরলস সৎকর্ম অনুরাগ সৃষ্টি মানসেই নবী-রসুল এবং অলিগণের অবয়বতায় খোদায়ী ইচ্ছায় আবির্ভাব দেখা যায়। যেহেতু তাঁহারা জনগণের অবস্থা অবগত এবং মঙ্গল ইচ্ছাও পোষণ করেন। খোদায়ী জজবার আংশিক ভাবধারা সম্পন্ন ছাহেবে মকাম নবী বা অলীউল্লাহ্ হন।

মজজুবে ছালেক ইহা নেহায়ত বেলায়তী মকাম বা স্তর, যাহারা খোদা অবগত এবং বিধানও অবগত। কিন্তু বিধানের উপর ইচ্ছাকেই প্রাধান্যতা দিয়া থাকেন। ইহারা অবস্থাও অবগত খোদায়ী শক্তিতে প্রভাবশালী শক্তি সম্পন্ন-মঙ্গল ইচ্ছুক ত্রাণ

কর্তৃত্বাধিকারী গুণান্বিত ব্যক্তিগণই “পীরে ফায়াল”-অর্থাৎ নিজ প্রভাব বিস্তারে কথা ছাড়া কাজে সক্ষম।

উপরোক্ত উভয় গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিগণই হেদায়তকারী যোগ্যতা সম্পন্ন। যথা নবুয়ত যুগে কুতুবে মশীয়তে ইয়াজদানী হিসাবে হজরত খিজির (আ.) এবং নবীগণের মধ্যে হজরত ঈসা (আ.) ও হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা-আহমদে মোজতাবা (স.) নবীগণকে দেখা যায়।

রেছালত যুগের পরবর্তীকালে ক্রমান্বয়ে ইহারা শাসক গোষ্ঠির রীতিনীতি এবং যুগের পরিবর্তনের ফলে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে।

যাঁহারা খোদায়ী জজবাতী প্রেম-বিভোরতার দরুণ পার্থিবতার প্রতি নজর বা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারে না, তাঁহারা “মজজুবে মাহাজ” “মাদার” মশরব অলীউল্লাহ্। তাঁহাদের মধ্যে কুতুব, কুত্বুল আকতাব নিম্নে “মকতুমে ছইয়া” ইত্যাদি স্তরের কামেল অলীউল্লাহগণ থাকিলেও কুতুবে এরশাদী থাকে না। অনেকেই নিজ পরিচয়ও গোপন করিয়া চলেন। হাদীছ শরীফে আছে ঃ– আওলীয়া আমার দেহাবরণ কবার ভিতরে, খোদা ব্যতীত অন্যে তাহাদিগকে চিনে না।

মওলানা রুমী (রঃ) বলেন ঃ– বহু বাদশাহ সম্মানিত বাহাদুর সওয়ারী অলীউল্লাহ্গণ বারংবার যুগে যুগে এই পৃথিবীতে আসিয়াছেন, খোদায়ী ইচ্ছায় তাঁহাদের নাম গোপন রহিয়াছে; কম্বলধারী ফকিরেরাও তাঁহাদের নাম নেয় নাই। তাঁহাদের মজহাবী পরিচয়ও অপ্রয়োজনীয় ও দরকার বিহীন। খোদায়ী সত্ত্বাই তাঁহাদের মজহাব। মওলানা আরও বলেন ঃ– আশেক প্রেমিকদের মজহাব একমাত্র খোদা। যুগে যুগে এই কুতুব মশরব অলিউল্লাহ্ বিদ্যমান ছিলেন, বর্তমানেও আছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকিবে।

কুতুবে এরশাদ–কুত্বুল আকতাব ও মাদার, কুত্বুল আকতাব রূপে এই সম্প্রদায়ের সর্বময় যুগ কর্তা হন। ইহাদের ফয়জ অর্জন করিতে হইলে কুতুবে এরশাদের আবশ্যকতা অপরিহার্য্য।

অতএব মওলানা রূমী বলেন ঃ– অপক্ক কাঁচা চাউল বা তরকারী পাক করিতে হইলে মধ্যস্থ একটি পাত্র বা ডেকের আবশ্যকতা অনিবার্য্য। পাকা ধাতু লোহা প্রভৃতিকে জ্বলন্ত আগুনে দিলে পুড়িবে না বরং আগুনের রং ও গুণ লাভে খাটি ও প্রফুল্লতাই অর্জন করিবে।

সুতরাং ইহাদের সঙ্গে যোগাযোগ হেতু নাছুত বা পার্থিবতার মলিনতার উর্দ্ধে পৌঁছিতেই হইবে। নচেৎ ধ্বংস নিশ্চিত।

ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী বলিয়াছিলেন, ইহা বাবা আদমের কবর, অনর্থকে এইখানে বিনাশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ অনর্থ পরিহার কর। যেমন "উছুলে ছাবআ" বা সপ্ত পদ্ধতী আয়ত্ব কর। দেহ তত্ত্ব লাভ কর যাহা লাওয়ামার মকাম বা স্তর। যাহারা এই ত্রিবিধ গুণের একটিরও অধিকারী নহেন, কেবল আদেশ নিষেধ হুকুম জ্ঞাপন সম্পন্ন খোদা বিশ্বাসী হইলেও খোদা তত্ত্ব জ্ঞানী নহে বিধায়, বেলায়তের অধিকারী নহেন।

যেই পর্য্যন্ত নবীউল্লাহ্ এবং অলীউল্লাহ্-খোদার পেয়ারা বান্দাদের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা সম্পন্ন না হয়, তাহারা মোমেন পর্যায়েও গণ্য হইবে না। বোখারী ও মোছলেম শরীফের হাদিছে আছে ঃ– তোমরা যেই পর্য্যন্ত আমাকে নিজ পুত্র পরিজন বৈষয়িক সম্পদ হইতে অধিক ভালবাসিতে না পার ততক্ষণ মোমেন পর্যায়ভুক্ত হইবে না।
সুতরাং বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, ভালবাসাই ঈমানের মূলধন যাহা খোদা তত্ত্ব জ্ঞানীর প্রতি ভালবাসাই বুঝায়।

এই কুতবিয়ত ধারা নবুয়ত যুগে, নবী রসুলগণের সঙ্গে কুতুবে এরশাদী হিসাবে সম্মিলিতভাবে বিকশিত হইতে এবং ভিন্নভাবে দেখা দিলেও নবুয়ত যুগের পর বেলায়তে মোহাম্মদী প্রভাবে ত্রাণ কর্তৃত্ব গাউছিয়াত মশরব মতে বিশ্ব মানবতার কল্যাণ সাধনে খোদায়ী জ্ঞানদান সাম্য-ভ্রাতৃত্ব-দয়া ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত মানব শ্রেণীর বিভিন্ন সময়ে যুগোপযোগী কার্যকরী দেখা গিয়াছিল।

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দ.) এর পর ঐ জীবন্ত অমর হেদায়তী বেলায়তী ধারা "খেলাফত" বা মোসলেম হুকুমত বা শাসনতন্ত্রের প্রভাবে মোকাইয়্যাদায়ে মোহাম্মদী হিসাবে প্রচলিত থাকে।

এতদ্সত্ত্বেও এই ছুফী সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিধান ধর্ম-চর্চাকারীদের মর্মবাদী মতানৈক্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ফলে আইন চর্চাকারী মুফতীগণের পরামর্শে বাদশাই ফরমানে ইহাদের বহু মর্মবাদী চিন্তানায়ক বুজর্গ প্রতিভাবান ব্যক্তিরা নিহত, অত্যাচারিত জেল ভোগ বা দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

অপরদিকে প্রামাণ্য দলীল সংগ্রহের তারতম্যের দরুণ, রসূলে করিম (দ.) হইতে সময়ের দীর্ঘতায় স্বাভাবিক "হাদীছ" বা নবীর বাণীর বিভিন্ন রূপ ও দলগত কারণে ভাঙ্গন অনিবার্য্য দেখা দেয়। এহেন অবস্থায় হিজরী চারি শতাব্দীর পর রাজধানী বগদাদ নগরী তর্কযুদ্ধের ক্ষেত্রে পরিণত হইলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার তাকিদে খোদার ইচ্ছা শক্তির প্রভাবে একজন মর্মবাদী শক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষের আবশ্যকতা প্রকটভাবে দেখা দেয়।

ফলে শেখ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (ক.) স্বভাবসিদ্ধ গাউছুল আজম মোকাইয়্যাদায়ে মোহাম্মদীর আবির্ভাব ঘটে।

একদা তিনি ঘোষণা করিলেন, আমি জীলান শহরের অধিবাসী ধর্মের জীবনদাতা আমার উপাধি ও আমার ঝাণ্ডা বা ধর্ম প্রতীক সাধারণ মানববুদ্ধির সমতল ভূমির উর্দ্ধে পাহাড়ের চূড়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। আবদুল কাদের আমার নাম, আমার পিতামহ (দাদা) পূর্ণ মানবতা জ্ঞানদৃষ্টি সম্পন্ন। বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক, এল্‌কায়ী এবং এল্‌হামী জ্ঞান লাভের ফলে কুতুবে এরশাদী পদ লাভ করিয়াছি। সর্বময় কর্তা হইতে শুভ অদৃষ্ট লাভে সমর্থ হইয়াছি।

পক্ষান্তরে তাঁহার পূর্ববর্তী যাহারা মতবাদের স্বাধীনতার অভাবে বাস্তুভূমি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং বিভিন্ন অমুসলিম রাষ্ট্রে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। তথাকার জনগণ, এই ইসলামী ছুফী সাধনাপন্থী, শান্তিময় সংগ্রাম বিমুখ, অস্ত্র পরিহারী ধর্মনিষ্ঠ, ধৈর্য্যশীল, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক বলে প্রভাবান্বিত মনিষীগণের শুভদৃষ্টি আকৃষ্টক্রমে ইসলামী মতবাদে দীক্ষিত হইতে থাকে। ফলে ইসলামী সৌন্দর্য্যতা দিন দিন প্রসার লাভ করে এবং বিস্তৃতি ঘটে।

এহেন শুভ মুহূর্তে বগদাদ নগরীতে পীরানে পীর দস্তগীর শেখ সৈয়দ আবদুল কাদের জীলানী (ক.) দাবী শুনাইলেন ঃ–

দীনে মোহাম্মদীর সমস্ত অলীউল্লাহ্ আমার পদাঙ্ক অনুসারী, আমি পূর্ণচন্দ্র মহানবীর পদাঙ্ক অনুসারী।

ইহাতে বুঝা যায়, নবুয়তী বিধান ধর্মের বিভেদাত্মক প্রকৃতি "ফোর্কানী" বিধায়, চন্দ্রের মত বৃদ্ধির চরম শিখায় পরিণতিতে, আধ্যাত্মিকতার অনুসারী অলিউল্লাহগণ তাঁহারই "বেলায়তে ওজমা" বা সর্বশ্রেষ্ঠ গাউছে আজম এফ্‌তেতাহিয়া বা আরম্ভকারীর মতবাদ "এল্‌হাম" ও "এল্‌কারই অনুসারী ও অনুগামী। তিনি নবুয়তী এবং বেলায়তী ক্ষমতা সম্পন্ন বিধায়, পূর্ণ নবীর অনুসরণ ক্ষমতা সম্পন্ন।

সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববর্তী দেশত্যাগী বুজর্গানে দীনের বদৌলতে বিভিন্ন দেশে এই বেলায়তী আলো উজ্জ্বল ও প্রস্ফুটিত হইয়া দেখা দিল এবং বেলায়ত তরানা তৌহীদী ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। "তৌহীদ" অদ্বৈত-অদ্বৈত যাহা "জমআনী" বা সমাবেশকারী খোদায়ী অহির পরিভাষায় "কোরানী" বিশ্বমানব ধর্ম। তাই তিনি ঘোষণা করিয়াছেন, আমার ডঙ্কা আসমান-জমীনে বাজিয়া উঠিয়াছে। শুভ অদৃষ্টের প্রভাতী ঊষা আমার জন্য উদিত। অতীত রহস্য আমার নিকট ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে, সম্মান প্রতীক দান করতঃ

আমার প্রার্থীত বস্তু আমাকে দিয়াছেন। গাউছে আজমীয়তের কারুকার্য্য খচিত বেলায়তী তাজ আমায় পরাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং সমস্ত কুতুবগণই বন্ধু ভাবাপন্ন। তোমরা আমার অবস্থার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, তোমরা আমারই পুরুষ বা পৌরুষ। আমি তোমাদের জন্য খোদায়ী প্রেম মদিরায় মদিরা বিভোর, খোদায়ী প্রেমিকদের মধ্যে অবস্থিত।

ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, নবুয়তের মত এই গাউছে আজমীয়তের দাবীতে অলৌকিকত্ব ও কেরামতাদির অবশ্যই প্রয়োজন রহিয়াছে। যিনি ৪৭১ হিজরী সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫৬১ হিজরী সালে ওফাত প্রাপ্ত হন। তিনিই সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন, অহি ছাড়াও খোদাতায়ালার সঙ্গে যোগাযোগের অন্য পন্থাও আছে। যাহার নাম “এল্‌হাম” এবং “এল্‌কা” ইহা কশফী কলবী বিধায়, তকলীদী এবং এসতেদলালীর চেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠ এবং নিশ্চিত। যদিও মোসলিম হুকুমত প্রাধান্য যুগ বিধায় মোকাইয়্যাদায়ে মোহাম্মদীই ছিল তবুও ইহা হইতে বেলায়ত প্রাধান্য আরম্ভ হইল। যাহার নাম আজমীয়ত দেখা যায়।

দলিল প্রমাণ সাপেক্ষে বেলায়তে মোত্‌লাকা গ্রন্থ এবং আল্লামা মহিউদ্দীন ইব্‌নে আরবী (ক.) এর তফছীর ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

এই সময় কুত্‌বুল আক্‌তাব এরশাদী সোলতানুল হিন্দ গরীব নওয়াজ হজরত খাজা আজমীরী বিল বেরাছত আজমীয়তের শানে বিরাজ লাভ করেন। ইহা বেলায়ত প্রাধান্য যুগের দ্বিতীয় নজীর যিনি হিজরী ৬৩৩ সালে ওফাত প্রাপ্ত হন।

অতঃপর হিজরী ১১৪৩ (এগারশত তেতাল্লিশ) সালের পর এই দীনে মোহাম্মদীর পারিপার্শ্বিক অবস্থার তাকিদে–হজরত আবদুল গণি নাবলুছি (রহ.) এর পরবর্তী সময়ে পথিকের সামনে একটি রঙ্গিন আয়াশি ছবি ঝলমল করিয়া দেখা দিল। বেশী সংখ্যক লোক বিনা পরিশ্রমে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটাইতে ভালবাসিল। খানকার লোকদের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধার সুবিধায় অনেক লোভী ব্যক্তিরা সংসার অনাসক্তির পরিবর্তে সংসার আসক্তি; নিজ দৈনন্দিন কর্মজীবনের হিসাব বা তেলাওয়াতে অজুদ দেহতত্ত্বের পরিবর্তে সহজ রুজি-রোজগারে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। নিজ অবস্থা গোপন করে চলাই ছুফীদের অভ্যাস ছিল, এখন নিজ বুজর্গীর বাহাদুরী প্রচার করিতে উৎসাহিত হইয়া উঠিল। চরিত্র গঠন, সৎস্বভাব অর্জন ছুফীজনের নীতিমালা ছিল, এখন দুর্নীতি ও ধোকাকেই অনেকে সম্বল করিয়া নিল। ফলে যাহা স্নেহ ভালবাসা ছিল তাহা ছল-চাতুরী, লোক দেখান হৃদয়হীন কৃত্রিমতায় পরিণত হইতে চলিল। যদ্বারা বিশ্বের কতেক লোক পাইকারীভাবে ধর্ম ও ধার্মিকের প্রতি সন্দেহ অবিশ্বাস জনিত অনুমানে

স্রষ্টার প্রতি সন্দিগ্ধ, অস্বীকারকারী এবং নাস্তিকতাবাদ সমর্থক বিভিন্ন ইজমের উৎপত্তি দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম গোড়াবাদের পরিবর্তে জাতীয়তাবাদ, বিপজ্জনক এলাকার সৃষ্টি করিল। ছুফী মতবাদ সেই দুর্গতির ভিতর দিয়া ধর্মগোড়াবাদের পরিবর্তে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব সাম্য "আদলেমোতলাকের" প্রতিষ্ঠা করিতেছিল। লোভী ছদ্মবেশীদের আবির্ভাবের ফলে বানচাল হইতে চলিল। যাহাতে বিশ্ববাসী ভিন্ন ভিন্ন শিবিরে বিভক্ত হইতে বাধ্য হইল।

অলৌকিকত্ব শূন্য এহেন নৈতিক পতন যুগে একজন সার্বজনীন মহাপুরুষ ত্রাণ কর্তৃত্ব গাউছে আজমের আবশ্যকতা পুনঃ প্রকট হইয়া দেখা দিল। যেহেতু সাধু বুজর্গ এবং অসাধু বুজর্গবেশী রূপধারীর পরিচয় জনগণের দুঃসাধ্য হইয়া পড়িল। কাজেই খোদায়ী গুণজ শ্রেষ্ঠত্ব সম্পন্ন প্রতিভাবান বুজর্গের আগমন, প্রাকৃতিকভাবে অনিবার্য্য হইল। যাহাতে অলৌকিকত্ব ও দাবীর নিশ্চয়তা পুনঃ দেখা দিল।

যাহার ফলে হিজরী ১২৪৪ সালে, সকল ধর্মাবলম্বীর ত্রাণ কর্তৃত্ব সম্পন্ন খাতেমে জমানায়ে বেলায়তে মোকাইয়্যাদা-আগত বিগত বেলায়ত যুগের সমন্বয়-সাধক, বিশ্বঅলী-রসুলে করিম (দ.)-এর আহমদী বেলায়তের ধারক-বাহক হজরত মওলানা শাহ্ ছুফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মালামিয়া কাদেরীর অজুদে পাকে বেলায়তে মোত্লাকার জন্মলাভ সংঘটিত হইল।

যিনি – ১। সকল সম্প্রদায়বর্গের আগত ব্যক্তিগণের না হওয়ার মত কাম্য বস্তু, তাঁহার ত্রাণ কর্তৃত্ত্ব গাউছে আজমীয়তের প্রভাবে, খোদার অনুগ্রহ পাইতে এবং সফলতা লাভে সক্ষম হয়।

২। সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম স্বাধীনতার স্বীকৃতি সহ স্ব স্ব ধর্মে আস্থাশীল থাকিতে নির্দেশ দেন।

যেহেতু এই স্বধর্ম নিষ্ঠাই ধার্মিক ব্যক্তিগণের মনে লোভ, লালসা, কাম, ক্রোধ, অহম প্রভৃতিতম গুণ "নফ্ছে আম্মারা" নাছুতী প্রেরণা সংযত করিতে সমর্থ দেখা যায়। যাহার ফলে মানবের নির্বিলাস সভ্যতা ও বিশ্ব শান্তি সাম্য সম্ভব। পক্ষান্তরে ধর্মহীনতা, অনাবশ্যক কামনা, বিলাসবাসনা প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বীতা; হিংসা, ফাসাদ, নিষ্ঠুরতা এবং ধ্বংসের পথেই আগাইয়া দিয়াছে। তাই বহু কিছু আবিষ্কারে সমর্থ হইলেও বিশ্ব সমস্যার সমাধান দিতে পারে নাই। ধর্মের নৈতিক দিক্ বিবর্জিত আচার ধর্মাচারীরাও ধর্মের ক্রিয়া পদ্ধতীর সংকীর্ণ বেড়াজালে আবদ্ধ হেতু মানবতার বিরুদ্ধে লড়িয়া নিজেদের মধ্যে কলহ এবং ধ্বংস অনিবার্য্য করিয়াছে।

৩। সকল ধর্মাবলম্বীর মুক্তির দিশারী হিসেবে সপ্ত পদ্ধতীর প্রবর্তন করেন। যথা-

১। পরমুখাপেক্ষিতা বর্জন করা।

২। যাহা না হইলে চলে সেইরূপ অনর্থ কাজ কথা-বার্তা এড়াইয়া চলা। পরদোষ পরিহার এবং নিজ দোষ স্মরণ করা, যাহাকে ছুফী পরিভাষায় তেলাওয়াতে অজুদ বলে।

৩। নিজ বাসনা-কামনাকে খোদার ইচ্ছা শক্তির নিকট বিলীন করা। যেহেতু স্রষ্টা-সৃষ্টির মঙ্গলকামী আসল রূপ বা অবস্থা সামনে ব্যক্ত হওয়ার জন্য ধৈর্য্য সহকারে অবস্থান করা যাহার নাম “ছবর” ছুফী পরিভাষায় যাহাকে “তসলীম” ও “রজা” বলে।

৪। বিশেষ সময়ে বা দিনে উপবাস, আয়ত্ব বস্তু গ্রহণে সংযম বা ধৈর্য্য ধারণ করা, পাপবিরত হওয়া।

৫। লোভ এবং কামভাব পরিত্যাগ করা যাহার ফলে মানব, খোদার পেয়ারা এবং অনুগ্রহ ভাজন হয়।

৬। নিন্দাকারীকে শত্রু মনে না করা বরং বন্ধু মনে করা। যেহেতু নিজের মধ্যে দোষ দেখিলে সতর্ক হইতে এবং খোদার নিকট ক্ষমা চাহিতে সক্ষম হইবে, না থাকিলে খোদার শোকর গুজারীর ফলে নিজের মধ্যে বিরাট শক্তির সমাবেশ পাইবে।

৭। নির্বিলাস জীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়া। যাহার ফলে খোদা পথচারী প্রভাবশালী ক্ষমতার অধিকারী সাব্যস্ত হইবে। এই বেলায়ত স্তরকে বেলায়তে খিজরী বলা হয়। যাহা কুতুবে এরশাদী মশীয়তে ইয়াজ্দানী নামে অভিহিত। বেলায়তে মোত্লাকা গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

বেলায়তে মোত্লাকার ৯৫ পৃষ্ঠায় তাঁহার উক্তি নামক প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ আছে। টুপী

০১। আমি হাসরের দিন প্রথম বলিব “লা এলাহা ইল্লাল্লাহ্”।

০২। রসূলুল্লাহ্র দুইটী টুপীর মধ্যে একটি টুপী আমার মাথায় এবং অপরটি আমার ভাই পীরানে পীর ছাহেবের মাথায় দিয়াছেন।

০৩। আমার নাম পীরানে পীর ছাহেবের নামের সাথে সোনালী অক্ষরে লেখা আছে।

যাহার ফলে বুঝা যায়, ধর্মের গ্লানি যুগে তিনিও একজন ধর্মের জীবনদাতা বা জীবন দানকারী হিসাবে পীরানে পীর দস্তগীর শাহে বগদাদীর মত গাউছে আজমীয়ত ত্রাণকর্তা অলিউল্লাহ্।

ইহাও বুঝা যায়, রসূলে করিমের বেলায়তে আহমদীর সম্মানিত টুপী বা তাজ তাঁহার মাথা মোবারকে এবং রসূলুল্লাহর বেলায়তে মোকাইয়্যাদায়ে মোহাম্মদীর তাজ, হজরত পীরানে পীর শাহে বগদাদীর মাথা মোবারকে স্থাপিত। ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, এই দুই জন মহাপুরুষই গাউছুল আজম নামে সম্মানিত। তাই অন্য কোন বুজর্গ এই গাউছে আজমীয়তের দাবী করেন নাই।

উপরের বর্ণনা হইতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি বেলায়তে মোত্লাকায়ে আহমদীর ঝাণ্ডা বরদার। যাহা হাশরের দিন শেষ নবীর ঝাণ্ডা "লেওয়ায়ে আহমদী" হিসাবে উত্থিত হইবে। সুতরাং ইবনে আরবী (ক.) এর বাণী মতে তিনিই "খাতেমুল অলদ" এবং বেলায়তে মোহাম্মদীর "খাতেমুল অলী" নিশানধারী। (বেলায়তে মোত্লাকা গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

সমাপ্ত

বেলায়তে মোত্‌লাকা
খাদেমুল ফোকারা
ছৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন
মাইজভাণ্ডারী

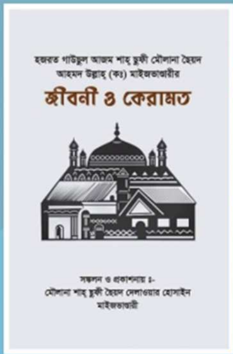
হজরত গাউছুল আজম শাহ্ ছুফী মৌলানা ছৈয়দ
আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) মাইজভাণ্ডারীর
জীবনী ও কেরামত
সঙ্কলন ও প্রকাশনায় ঃ-
মৌলানা শাহ্ ছুফী ছৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন
মাইজভাণ্ডারী

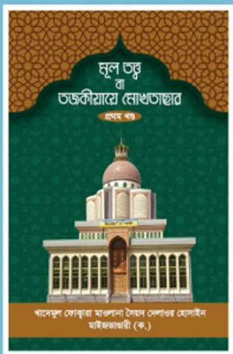
মূল তত্ত্ব
বা
তজকীয়ায়ে মোখতাছার
প্রথম খণ্ড
খাদেমুল ফোক্বারা মাওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন
মাইজভাণ্ডারী (ক.)

মুসলিম
আচার ধর্ম
খাদেমুল ফোক্বারা মাওলানা শাহ্ সুফি
সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)

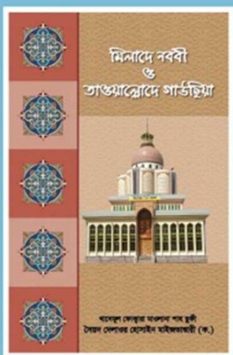
মিলাদে নববী
ও
তাওয়াল্লোদে গাউছিয়া
খাদেমুল ফোক্বারা মাওলানা শাহ্ ছুফী
সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)

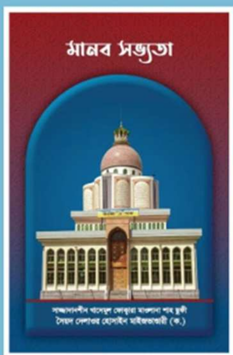
মানব সভ্যতা
সাজ্জাদানশীন খাদেমুল ফোক্বারা মাওলানা শাহ্ ছুফী
সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)